ইউনিট ২

দিল্লী ও বাংলায় আফগান শাসন

ভূমিকা

মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনকে সিংহাসন চ্যুত করে উত্তর ভারত ও বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন শেরশাহ। আফগানদের দু'টো গোত্র ছিল। একটি শূর আফগান আর অন্যটি কররাণী আফগান। শেরশাহ শূর আফগান গোত্রভুক্ত ছিলেন। হুমায়ুনের দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার পর্যন্ত শেরশাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ভারতবর্ষে তাঁদের রাজত্ব কায়েম রাখেন। অন্যদিকে শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহ শূরের রাজত্ব পর্যন্ত বাংলা দিল্লীর শাসনাধীনে ছিল। বাংলার অন্যান্য শাসনকর্তা ও কররাণী আফগানগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। দাউদ খান কররাণীকে পরাস্ত করে সম্রাট আকবর বাংলা অধিকার করেন। এ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে শেরশাহের উত্থান, তাঁর রাজ্য বিজয় ও কৃতিত্ব, বাংলায় শূর আফগান এবং কররাণী আফগান শাসনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

পাঠ ১

শেরশাহের উত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- শেরশাহের বাল্য জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- শেরশাহের দিল্লীর সিংহাসন লাভের পটভূমির বিবরণ দিতে পারবেন।

শেরশাহের বাল্যজীবন

ভাগ্য বিড়ম্বিত 'শেরখান' শেরশাহ উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

সম্রাট বাবর আফগান শক্তিকে বিপর্যস্ত করলেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারেননি। তাই পরবর্তীকালে যাঁর নেতৃত্বে এই শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে তিনি হচ্ছেন শেরশাহ। শেরশাহের বাল্য নাম ফরিদ। তাঁর পিতা হাসান খান শূর বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদার ছিলেন। শেরশাহের জন্ম ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে। সম্রাট বাবর ও সম্রাট হুমায়ুনের মত শেরশাহও ভাগ্য বিড়ম্বিত ছিলেন। তিনি বিমাতা ও আপন জনের ষড়যন্ত্রে একাধিকবার সাসারামের জায়গীর হারান। তবে নিজ প্রতিভা ও নিষ্ঠার বলে শেরশাহ সামান্য একজন জায়গীরদার থেকে দিল্লীর বাদশাহ হয়েছিলেন। তিনি বিহারের শাসনকর্তা বাহারাম খানের অধীনে চাকুরীরত থাকাকালীন সময়ে একটি বাঘ হত্যা করে অসীম সাহসিকতার পরিচয়

বাদশাহ শেরশাহ

দিলে ফরিদ 'শের খান' উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে তিনি চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে 'শেরশাহ' উপধি ধারণ করে দিল্লীর মসনদে বসেন।

শেরশাহের ক্ষমতা লাভের পটভূমি

পিতা হাসান শূরের জীবতকালেই ফরিদ সাসারামের জায়গীরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর একুশ বছরের শাসনামলে সাসারামের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এতে তাঁর বিমাতা ঈর্ষান্বিত হন এবং ফরিদ সাসারাম ত্যাগে বাধ্য হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পিতার মৃত্যু হলে ফরিদ পুনরায় জায়গীর লাভ করেন। এবার বৈমাত্রেয় ভাই সুলায়মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ফরিদ পুনরায় সাসারাম ত্যাগ করেন এবং বিহারের শাসনকর্তা বাহার খানের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে শের খান বিহার ত্যাগ করে আগ্রায় গমন করেন এবং মুঘল বাদশাহ বাবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বাবরের বিহার যাত্রাকালে শের খান তাঁকে সহযোগিতা দেন এবং বাবরের সাহায্যে সাসারামের জায়গীর পুনরুদ্ধার করেন। ইতোমধ্যে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খান মৃত্যুবরণ করেন এবং শের খান তাঁর শিশু পুত্র জামাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং উপ শাসনকর্তা হিসেবে বিহার শাসন করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে শের খান চুনার অধিপতি তাজখানের বিধবা স্ত্রী মালেকা জাহানকে বিয়ে করে চুনারের কর্তৃত্ব লাভ করেন। জামাল খান তাঁর অভিভাবক শের খানের ক্ষমতা বিস্তৃতিতে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাই তিনি শের খানের কর্তৃত্ব বিলোপের জন্য বাংলার শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুরজগড়ের যুদ্ধে শের খান উভয়ের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে বিহারের আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি বাংলায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। কিন্তু বাংলার শাসনকর্তা মাহমুদ শাহ শের খানের সাথে অর্থের বিনিময়ে মিত্রতা স্থাপন করেন। অবশ্য পরের বছর অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে শের খান বাংলা আক্রমণ করে গৌড় অবরোধ ও অধিকার করেন।

সামরিক ও কূটনৈতিক যোগ্যতায় শেরশাহের ক্ষমতা লাভ ও গৌড় অধিকার।

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে শের খানের ক্রমাগত ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দিল্লীর মুঘল সম্রাট হুমায়ুন অত্যধিক শংকিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি গুজরাটে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান প্রত্যাহার করেন এবং শের খানকে দমন করার উদ্দেশ্যে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। তবে তিনি বাংলার পরিবর্তে চুনার দুর্গ আক্রমণ করে দখল করে নেন। অতঃপর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড়ও দখল করেন।

হুমায়ুন ও শের খানের মধ্যে সংঘর্ষ

শের খান ছিলেন সামরিক প্রতিভা সম্পন্ন একজন দূরদর্শী যোদ্ধা। তাই তিনি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হননি। বরং হুমায়ুন যখন গৌড় দখল করে সেখানে অবস্থান করছিলেন তখন শের খান পশ্চাদপসরণ করে বিহার ও জৌনপুরের মুঘল অধিকৃত অঞ্চল দখল করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি দিল্লীর সাথে বাংলার যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এতে হুমায়ুন আতংকিত হয়ে পড়েন এবং আগ্রার দিকে যাত্রা করেন। সমর কুশলী শের খান বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনের গতিরোধ করেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন এবং তিনি অতি কষ্টে আগ্রা ফিরে আসেন।

হুমায়ুনের গৌড় অধিকার

শের খান বাংলা, বিহার, জৌনপুরের একচ্ছত্র অধিপতি হন এবং 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করেন। হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধের গ্লানি ও ব্যর্থতা সহ্য করতে না পেরে পুনরায় কনৌজের পথে অগ্রসর হন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের অদূরে বিলগ্রামে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেরশাহ কনৌজ, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। এভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে শেরশাহের অভ্যুত্থান ঘটে।

হুমায়ুনের পরাজয় শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসন লাভ

সার-সংক্ষেপ

সামান্য একজন জায়গীরদার থেকে শেরশাহ দিল্লীর বাদশাহ হন। তিনি নিজ প্রতিভা ও সমর কৌশল ব্যবহার করে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটান। তিনি প্রথমে বিহার, পরবর্তী কালে বাংলা এবং সবশেষে উত্তর ভারতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে এ দেশে শূর আফগান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শেরশাহ জন্ম গ্রহণ করেন —
   ক. ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে

২. শেরশাহের পিতার নাম —
   ক. জামাল খান খ. জালাল খান
   গ. সোলায়মান খান শূর ঘ. হাসান খান শূর

৩. শেরশাহ যে মুঘল সম্রাটের অধীনে চাকরী করেন, তাঁর নাম —
   ক. হুমায়ুন খ. আকবর
   গ. বাবর ঘ. জাহাঙ্গীর

৪. শেরশাহ সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন মোগল সম্রাট —
   ক. বাবর খ. হুমায়ুন
   গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

৫. যে যুদ্ধের পর শেরশাহ দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন, তার নাম —
   ক. সুরজগড় খ. চৌসা
   গ. বিলগ্রাম ঘ. পানিপথ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. শেরশাহের বাল্যজীবন সম্পর্কে ধারণা দিন।
২. শেরশাহ কিভাবে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন।

পাঠ ২

শেরশাহের রাজ্য জয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- শেরশাহের পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান জয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শেরশাহের বাংলা জয়ের বিবরণ দিতে পারবেন।
- শেরশাহ কর্তৃক রাজপুতনার বিভিন্ন রাজ্য জয়ের বর্ণনা করতে পারবেন।
- কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শেরশাহের রাজ্য জয়

চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে শেরশাহ মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লী, আগ্রার একচ্ছত্র অধিপতি হন। ভারতবর্ষ থেকে মুঘলদের বিতাড়িত করে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। হুমায়ুনের ভাই কামরান ইতোমধ্যে পাঞ্জাব ছেড়ে দিয়ে শেরশাহের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পাঞ্জাব বিজয়ের পর শেরশাহ ঝিলাম ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী গাক্কার অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করেন।

বাংলায় শাসন ব্যবস্থার সংস্কার

১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ বাংলা আক্রমণ করে বাংলার সুলতান খিজির খাঁ'কে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। বাংলায় যাতে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে না পারে সে জন্য তিনি বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির শাসনভার একজন আমিনের উপর ন্যস্ত করেন।

গোয়ালিয়র দুর্গ, উজ্জয়িনী, রণথম্ভোর ও মালব জয়

পশ্চিম ভারতে রাজপুত শক্তি খানুয়ার পরাজয়ের পর নতুন করে শক্তি লাভ করতে থাকে। শেরশাহ রাজপুতদেরকে দমন করার কাজে হাত দেন। তিনি ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে মালব জয় করে গোয়ালিওর দুর্গ অবরোধ করেন। দীর্ঘ দুই বছর অবরোধের পর দুর্গটি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মালব শেরশাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও মালবের রাইসিন দুর্গাধিপতি পুরনমল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেননি। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ পুরনমলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পুরনমল দেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বিশাল রাজপুত বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন কিন্তু যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেরশাহ উজ্জয়িনী ও রনথম্ভোরও জয় করেন।

রাজপুতদের মধ্যে যোধপুরের মাড়ওয়াড়ের অধিপতি মালদেব খুব শক্তিশালী ছিলেন। ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে তিনি রাজপুতদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। অবশেষে এ যুদ্ধেও শেরশাহ জয়ী হন। মালদেবের পরাজয়ের ফলে সমগ্র রাজস্থান শেরশাহের বশ্যতা স্বীকার করে।

শেরশাহের মৃত্যু

রাজপুতনা জয়ের পর শেরশাহ ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করেন। এই দুর্গের অধিপতি কিরাত সিং তাঁকে এক বছর পর্যন্ত বাধা দেন। এ দুর্গ অবরোধ চলাকালীন বারুদের বিস্ফোরণে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে ২২ মে শেরশাহ মৃত্যু বরণ করেন। বিহারের সাসারামে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

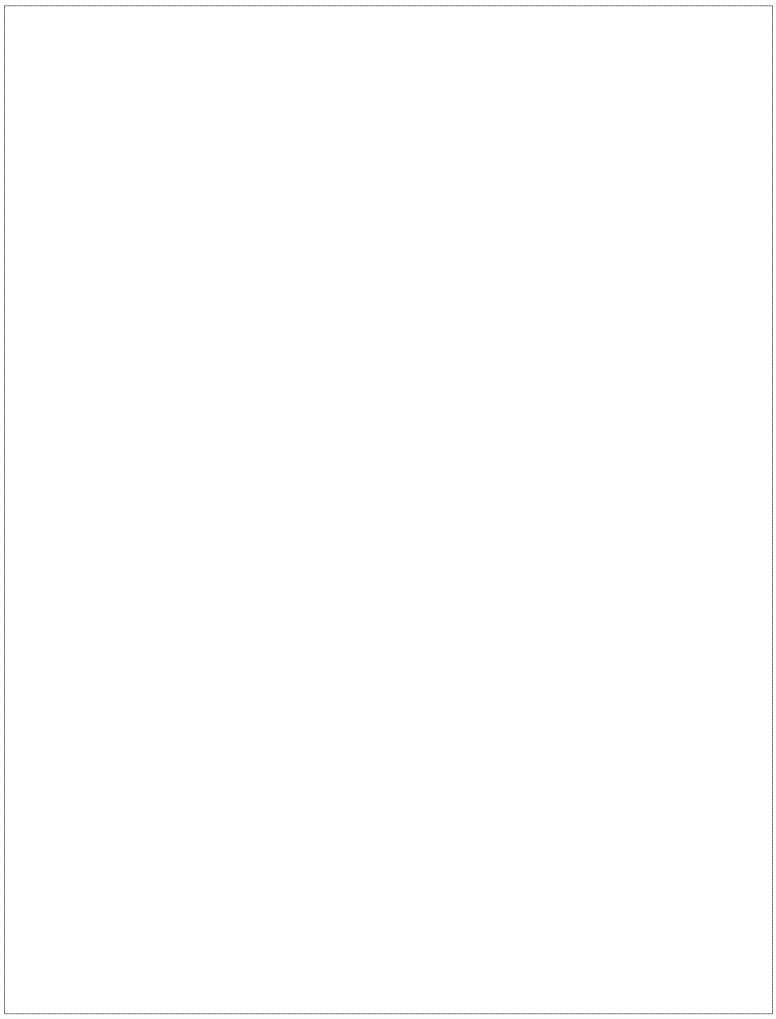

বুন্দেলখন্ডের কালিগঞ্জ দুর্গ দখল করতে এসে শেরশাহ মারা যান

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট হুমায়ুনের কাছ থেকে দিল্লী ও আগ্রা অধিকারের পর শেরশাহ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন। তিনি বাংলাকেও তাঁর অধিকারে আনেন। এরপর শেরশাহ রাজপুতনা অধিকার করেন। বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় তিনি বারুদের বিস্ফোরণে মৃত্যু বরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শেরশাহ পাঞ্জাব দখলে আনেন যাঁর কাছ থেকে তিনি হচ্ছেন—
   ক. হিন্দাল খ. কামরান
   গ. আসকারী ঘ. জালাল খান

২. শেরশাহ মালব জয় করেন—
   ক. ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে

৩. মালদেব অধিপতি ছিলেন—
   ক. উজ্জয়িনীর খ. বুন্দেলখণ্ডের
   গ. মারওয়াড়ের ঘ. মালবের

৪. শেরশাহ মারা যান—
   ক. ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. শেরশাহের পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান জয় সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
২. শেরশাহের বাংলা জয়ের বিবরণ দিন।
৩. শেরশাহের কালিঞ্জর দূর্গ অবরোধের ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩

শেরশাহের কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- বিজেতা হিসেবে শেরশাহের কৃতিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনীতিক ও শাসক হিসেবে শেরশাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংস্কারক হিসেবে তাঁর কার্যক্রমের বিররণ দিতে পারবেন।
- ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে শেরশাহের অবদানের উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিচার ব্যবস্থায় শেরশাহের কৃতিত্বের বর্ণনা করতে পারবেন।

শেরশাহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি:) বাজত্ব করেন। অথচ এই স্বল্প সময়ের তিনি বিজেতা, শাসক, সংস্কারক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব

বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব: শেরশাহ একজন দক্ষ সমর নায়ক ছিলেন। তিনি সামান্য একজন জায়গীদার থেকে নিজ প্রতিভা বলে দিল্লীর বাদশাহ হয়েছিলেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা, মালব, রাজপুতনা বিজয় তাঁর সামরিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে। তিনি সম্রাট হুমায়ুনকে রণকৌশলে পরাস্ত করেছিলেন।

শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা সমগ্র সাম্রাজ্য ৪৭ সরকারে বিভক্ত

সরকার ও পরগণায় বিভক্তি: শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা স্বৈরাচারী হলেও স্বেচ্ছাচারী ছিল না। তিনি জনগণের সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তিতে ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য শেরশাহ সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বিভক্ত করেন। প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত হত। প্রতিটি সরকার ও পরগণায় বিভিন্ন ধরণের কর্মচারি নিয়োজিত ছিল। তবে শেরশাহ স্বয়ং সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগ তত্ত্বধান করতেন।

পাট্টা ও কবুলিয়ত

রাজস্ব সংস্কার: রাজস্ব সংস্কার শেরশাহের অমর কীর্তি। পূর্বে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য কোন ভূমি জরিপের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং ভূমির উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। শস্য অথবা নগদ অর্থে রাজস্ব আদায় করা যেত। শেরশাহ প্রথম 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ত' প্রথা চালু করেন। সরকারের পক্ষ থেকে জমির উপর কৃষকের সত্ত্ব স্বীকার করে পাট্টা দেয়া হত। কৃষকরা তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও দাবি বর্ণনা করে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিত। শেরশাহের রাজস্বনীতি শুধু মুঘল আমলে নয়। ব্রিটিশ রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছিল।

মুদ্রা নীতি

মুদ্রা নীতি: শেরশাহের রাজত্বকালে মুদ্রানীতির সংস্কার সাধিত হয়। তিনি রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি স্বর্ণ মুদ্রাও প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি 'দাম' নামে নতুন তাম্র মুদ্রার বহুল প্রচলন করেন। সিকি, আধুলি, দুয়ানি প্রভৃতি শেরশাহের প্রবর্তিত মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। শেরশাহের মুদ্রাগুলো উপাদানে নির্ভেজাল, ওজনে নির্ভেজাল ও গঠনরীতিতে মনোরম ছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি জন্য শেরশাহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নির্মিত রাস্তাগুলোর মধ্যে 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' উল্লেখ্য। বিখ্যাত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পথচারীদের সুবিধার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করা হয়েছিল। ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন।

সামরিক বাহিনীতে নতুন নিয়ম

সামরিক বাহিনীতে নতুন নিয়ম: শেরশাহ সামরিক বাহিনীকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি সেনাবহিনীর সদস্যদের নিয়মিত হাজিরার ব্যবস্থা করেন। জায়গীরের পরিবর্তে নগদ টাকায় সৈন্যদের বেতন দেয়ার বন্দোবস্ত করেন। অশ্ব চিহ্নিত করার প্রথা ও সৈন্যদের বিবরণমূলক তালিকা রাখারও বিধান করা হয়। শেরশাহ স্বয়ং সেনাবাহিনী তদারক করতেন। তাঁর অধীনে ১ লক্ষ অশ্বারোহী, অর্ধলক্ষ পদাতিক বাহিনী ও পাঁচ হাজার যুদ্ধ হস্তী ছিল।

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন: শেরশাহ ছিলেন একজন ন্যায়বান সম্রাট। তাঁর আমলে ধনী, দরিদ্র, উঁচু-নিচুর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। পরগণাতে কাজী ও মীর আদিল ফৌজদারী মোকদ্দমা এবং মুনসীফ-ই-মুনসিফান দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করতেন। কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ফৌজদারী বিচার তদারক করতেন। সম্রাট নিজেও বড় বড় মোকদ্দমার বিচার করতেন। তাঁর ন্যায় বিচারের খ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত।

অন্যান্য কৃতিত্ব

অন্যান্য কৃতিত্ব: শেরশাহ একজন ধর্মপ্রাণ মুঘলমান ছিলেন। শিল্প, সাহিত্যেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। বরং সকল ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

শেরশাহের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে ঐতিহাসিকগণ তাঁকে সম্রাট আকবরের পূর্বসূরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর শাসন দক্ষতা বৃটিশ শাসনকেও হার মানিয়েছে বলে ঐতিহাসিক কীনি (Keene) অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সাসারামে শেরশাহের সমাধি

সার-সংক্ষেপ

শেরশাহ ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী। সামান্য একজন জায়গীরদার থেকে তিনি নিজ প্রতিভা বলে দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে এবং প্রজা সাধারণের সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রবর্তন এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শাসনকার্যের সুবিধার্থে শেরশাহ সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করেন—
   ক. ৪০টি সরকারে খ. ৪৫ টি সরকারে
   গ. ৪৭ টি সরকারে ঘ. ৫০ টি সরকারে

২. কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথা প্রবর্তন করেন —
   ক. সম্রাট বাবর খ. সম্রাট হুমায়ুন
   গ. শেরশাহ ঘ. আকবর

৩. শেরশাহের আমলে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন —
   ক. কাজী খ. কাজী ও মীর আদিল
   গ. মুনসীফ-ই-মুনসিফান ঘ. শিকদার-ই-শিকদারান

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. বিজেতা হিসেবে শেরশাহের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

২. শেরশাহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

পাঠ ৪

বাংলায় শূর আফগান শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- শেরশাহের বাংলা অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলার শাসনকর্তাগণের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- শূর আফগান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

শেরশাহের শাসন

চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনের পরাজয়ের পর শেরশাহ শূর গৌড় পুনরুদ্ধার করেন। গৌড় থেকে তিনি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিলগ্রামের যুদ্ধে অগ্রসর হন। বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের পর শেরশাহ গৌড় থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং বাংলা দিল্লীর অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। খিজির খাঁ নামক একজন কর্মকর্তাকে বাংলা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে খিজির খাঁ বাংলার ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে শেরশাহ বাংলা অভিযান করে খিজির খাঁকে বন্দী করেন। তিনি খিজির খাঁ'র স্থলে কাজী ফজীলতকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

'বাংলা' দিল্লীর অধীনে একটি প্রদেশ

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ বন্ধের জন্য শেরশাহ বাংলাকে কয়েকটি পরগণা ও সরকারে বিভক্ত করেন। তিনি যাতায়াতের সুবিধার জন্য সড়ক ও জনপথ নির্মাণ করেন। এর মধ্যে 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' বিখ্যাত। এ রাজপথ সিন্ধুনদের তীর থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি মুদ্রার প্রচলন করেন। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে তিনি টাকশাল নির্মাণ করেছিলেন।

ইসলাম শাহের শাসন

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৩ খ্রি:) দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনামলে সুলেমান খান নামে একজন ধর্মান্তরিত রাজপুত বাংলা অধিকারের চেষ্টা করলে তাঁকে দমন করা হয়। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহ স্বল্পকাল রাজত্ব করেন। তারপর ইসলাম শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ আদিল শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

আদিল শাহ ও পরবর্তী শূর আফগানদের শাসন

মুহম্মদ আদিল শাহের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাঁর সেনাপতি হিমু মুহম্মদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর আদিল শাহ বাংলার শাসনকর্তা রূপে শাহবাজ খাঁকে নিয়োগ করেন। কিন্তু শাহবাজ খাঁ নিহত মুহম্মদ খাঁ'র পুত্র খিজির খাঁ কর্তৃক নিহত হন এবং খিজির খাঁ নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন এবং গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করেন।

এই সময় দিল্লীর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন চলছিল। সম্রাট হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর পুত্র আকবরের নিকট দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আদিল শাহের সেনাপতি হিমু পরাজিত ও নিহত হন। আর আদিল শাহ সুরজগড়ের যুদ্ধে গিয়াউদ্দীনের নিকট পরাজিত ও

শূর বংশের পতন ও কররাণী আফগান বংশের উত্থান

নিহত হলে শূর বংশের পতন ঘটে। বিজয়ী গিয়াউদ্দীন মুঘল সেনাপতি খানজাহানের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জালালুদ্দীন দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি মুঘলদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করে বাংলাকে নিরাপদে রাখেন। দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রকে সরিয়ে এক আফগান দলপতি তৃতীয় গিয়াউদ্দীন নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে কররানী আফগান বংশীয় সর্দার তাজ খান তৃতীয় গিয়াউদ্দীনকে হত্যা করে বাংলায় কররানী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সার-সংক্ষেপ

শেরশাহ শূর ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ শূরের আমলে বাংলা দিল্লীর শাসনাধীন ছিল। পরবর্তীকালে বাংলার শাসনকর্তাগণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। এই শাসনকর্তাগণের পর বাংলায় কররানী আফগান বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শেরশাহ প্রথম বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন—
   ক. কাজী ফজীলত কে খ. খিজির খাঁ কে
   গ. সুলেমান খাঁ কে ঘ. মুহম্মদ খাঁ কে

২. সুর বংশের তৃতীয় সুলতান —
   ক. ইসলাম শাহ খ. আদিল শাহ
   গ. সিকান্দর শাহ ঘ. ফিরোজ শাহ

৩. মুহম্মদ খাঁ যখন বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন বাংলার শূর সুলতান ছিলেন —
   ক. শেরশাহ শূর খ. ইসলাম খান শূর
   গ. সেকান্দর শাহ শূর ঘ. মুহম্মদ আদিল শাহ শূর

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. বাংলার শূর আফগান শাসকদের পরিচয় দিন।
২. শেরশাহের জনহিতকর কাজ সমূহের বিবরণ দিন।
৩. শূর বংশের পতন ও কররানী বংশের উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ৫

বাংলায় কররানী আফগান শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- কররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।
- সুলেমান কররানীর রাজত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।
- দাউদ কররানী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

কররানী উপাধিধারী আফগানরা হচ্ছে একটি আফগান গোত্র। এ বংশের সর্দার তাজ খান কররানী বাংলায় কররানী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৬৪ খ্রি:)। তিনি এক সময় শেরশাহের অধীনে চাকরি করতেন। আদিল শাহের আমলে তাজ খান বাংলার তান্ডায় জায়গীরদার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলার অধিপতি হওয়ার এক বছরের মধ্যে মারা যান (১৫৬৫ খ্রি:)।

সুলেমান কররানী (১৫৬৫ - ১৫৭২ খ্রি:)

সুলেমান কররানীর দক্ষ দূরদর্শী শাসন এবং রাজ্যের বিস্তৃতি

তাজ খানের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলেমান কররানী বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় সাত বছর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলায় শান্তি বিরাজমান ছিল। তিনি তাঁর রাজ্যের সীমানাও যথেষ্ট বিস্তৃতি করেছিলেন। বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান প্রধান উজির লোদী খানের পরামর্শের কারণেই সুলেমান কূটনৈতিক ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিপজ্জনক অভিযানে লিপ্ত হননি। এ সময় গৌড় নগরী অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ায় সুলেমান তান্ডাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

সুলেমান কররানী উড়িষ্যা রাজ হরিচন্দন মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে উড়িষ্যা আক্রমণ করে তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন। সুলেমানের অন্যতম সেনাপতি কালাপাহাড় পুরি অধিকার করেন। সেনাপতি কালাপাহাড় কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে তেজপুর পর্যন্ত অধিকার করেন।

সুলেমান কররানী বাংলার অধিপতি হয়ে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন, ফলে তাঁর রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ন্যায় বিচারক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুসলিম আলেম ও দরবেশগণকে তিনি পৃষ্ঠপোষণ করতেন। রাজ্যে তিনি শরিয়তের বিধান কার্যকরী করেন। তিনি নিজেও এ বিধান নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন।

সুলেমান ছিলেন দূরদর্শী শাসক। নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি মুঘলদের সাথে মিত্রতা নীতি অনুসরণ করেন। সুলেমান কররানী বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সুলেমান কররানীর মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ কররানী কিছুকাল রাজত্ব করেন। তিনি আফগান অভিজাতদের দ্বারা নিহত হলে তাঁর ভাই দাউদ খান কররানী বাংলার সিংহাসনে বসেন।

দাউদ কররানী

বায়াজিদ কররানীর ন্যায় দাউদ কররানীও ছিলেন সুলতান পদের অযোগ্য। তাঁর নৈতিক চরিত্র ছিল নীচু মানের। তিনি তাঁর সুযোগ্য ও কুশলী মন্ত্রী লোদী খানের জামাতাকে নিহত করে লোদী খানের আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তিনি ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত হয়ে তাঁর ভাই বায়াজিদের ন্যায় নিজ নামে খুৎবা পড়ান এবং মুদ্রা জারি করেন। এর ফলে সম্রাট আকবরের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

মুগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে দাউদ খান কররানীর দ্বন্দ্ব

আফগান সেনাপতি গুজর খান দাউদের ভাই বায়াজিদের পুত্রকে বিহারে স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করলে তাঁকে দমনের জন্য দাউদ খান তার মন্ত্রী লোদী খানকে বিহারে পাঠান। সম্রাট আকবরও তাঁর বিখ্যাত সভাসদ মুনিম খানকে বিহার অধিকারের জন্য পাঠান। কিন্তু লোদী খান ও গুজর খান মুনিমের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। ফলে দাউদ খান লোদী খানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান এবং লোদী খানকে হত্যা করে পাটনার দুর্গ অধিকার করেন। মুনিম খান এ পরিস্থিতিতে পাটনা অধিকারে ব্যর্থ হলে আকবর নিজে পাটনা অবরোধে মুনিম খানের সাথে যোগ দেন এবং পাটনা অধিকার করেন। দাউদ বাংলায় পালিয়ে যান। মুঘল বাহিনী দাউদের পিছু নিলে তিনি উড়িষ্যায় চলে যান। মুঘল বাহিনী বাংলা অধিকার করে। এ দিকে সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজা টোডরমল মুনিম খানের সঙ্গে যোগ দেন। এতে মুঘল বাহিনীর শক্তি বাড়ে এবং উড়িষ্যায় দাউদকে আক্রমণের জন্য মুঘল বাহিনী এগিয়ে যায়। বালেশ্বরের তুকরাইয়ের যুদ্ধে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে দাউদ খান পরাজিত হন। তিনি মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তবে মুঘল সেনাদল দিল্লী ফিরে গেলে দাউদ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আকবর বাংলার বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে খান-ই-জাহানকে সুবেদার নিযুক্ত করে বাংলার হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠান। খান-ই-জাহান ও টোডরমল তেলিয়াগর্হি অধিকার করে রাজমহলের দিকে এগিয়ে যান। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলে মুঘল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও বন্দী হন। পরবর্তী সময়ে সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে দাউদ খান কে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে বাংলা একাংশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কররানী শাসনের অবসান ঘটে। উল্লখ্য তখনো পূর্ব বাংলায় ঈসাখাঁর নেতৃত্বে বার ভূইয়াদের শাসন চলছিল।

রাজমহলের যুদ্ধ ঃ ১৫৭৬ খ্রিঃ

কররানী বংশের পতন

সার-সংক্ষেপ

তাজখান কররানী বাংলায় কররানী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সুলেমান কররানী বাংলার শাসনকর্তা হন। সুলেমান কররানীর আমলে বাংলা উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিকে পরিণত হয়। বাংলায় তখন শান্তি বিরাজমান ছিল। সুলেমান কররানী উড়িষ্যা ও কুচবিহারে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শাসকগণ বাংলার সিংহাসনের জন্য যোগ্য ছিলেন না। কররানী বংশের শেষ শাসন কর্তা দাউদ খান কররানী মুঘলদের হাতে বন্দী ও নিহত হলে বাংলায় কররানী বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. বাংলায় কররানী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন —
   ক. সুলেমান কররানী খ. দাউদ কররানী
   গ. তাজ খান কররানী ঘ. বায়াজিদ কররানী

২. সুলেমান কররানী বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন —
   ক. পাঁচ বছর খ. প্রায় সাত বছর
   গ. আট বছর ঘ. প্রায় নয় বছর

৩. দাউদ কররানীর আমলে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন —
   ক. বাবর খ. হুমায়ুন
   গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

৪. রাজমহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল —

ক. ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. সুলেমান কররানী সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২. রাজমহলের যুদ্ধের বিবরন লিখুন।

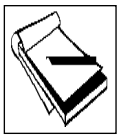

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-২ ঃ রচনামূলক প্রশ্ন:

১. হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ দিন।

২. শেরশাহের রাজ্য জয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দিন।

৪. শূর আফগান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিন।

৫. সুলায়মান কররানীর রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করুন।

৬. দাউদখান ও মুঘলদের মধ্যকার সংঘাতের বিবরণ এবং এর পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা:

পাঠ - ২.১ ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ	৫. গ
পাঠ - ২.২ ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. ঘ	
পাঠ - ২.৩ ⇒	১. গ	২. গ	৩. খ		
পাঠ - ২.৪ ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. ঘ		
পাঠ - ২.৫ ⇒	১. গ	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	